بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৫ মে ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো গাম্বিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ

"ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।" — হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২২ মে ২০২১ গাম্বিয়ার ১৫ জন সাংবাদিক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে প্রথমবারের মত এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন, আর মিডিয়া প্রতিনিধিগণ বানজুলে অবস্থিত এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল গাম্বিয়া স্টুডিওস থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

৫৫ মিনিটের এই সভায়, সাংবাদিকবৃন্দ হুযূর আকদাসের কাছে মধ্যপ্রাচ্যে সর্বশেষ সহিংসতা, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য এবং টেকসই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কীভাবে করা যেতে পারে ইত্যাদিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

হুযূর আকদাসের 'বিশ্ব সংকট এবং শান্তির পথ' বইটির উদ্ধৃতিমূলে একজন সাংবাদিক হুযূর আকদাস সেই বইয়ে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর বারবার যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে সম্পর্কে জানতে চান। উত্তরে, হুযূর আকদাস বলেন যে, শান্তির পূর্বশর্ত হলো ন্যায়বিচার, আর একটি সমাজ কেবল তখনই উন্নতির পথে ধাবিত হতে পারে, যখন নিজের বাড়ি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত সমাজের সকল পর্যায়ে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আন্তর্জাতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যতদিন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না, ততদিন শান্তিও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। যদি দু'রকম মানদণ্ড ব্যবহৃত হয়, যেমনটি আমরা আজকের পৃথিবীতে বৃহৎ শক্তিগুলোর মাঝে দেখতে পাই, তবে তাদের দ্বারা বিশ্বের শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়। যখন লীগ অফ নেশন্স গঠিত হয়েছিল তখন এটাই ঘটেছিল। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সকল দেশকে সমান অধিকার প্রদান করার উদ্দেশ্য নিয়ে লীগ অফ নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটি ব্যর্থ হয়েছিল। আর এর ফলস্বরূপ, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।"

লীগ অব নেশনস এর ব্যর্থতার সাথে আজকের জাতিসংঘের গতিপথের তুলনা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"জাতিসংঘের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে — তারা ন্যায়বিচার বজায় রাখছে না। দরিদ্র এবং ধনী দেশগুলোর জন্য, পশ্চিমা দেশগুলো এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর জন্য, তাদের মানদণ্ড ভিন্ন। আর এ কারণেই আমরা আজকের পৃথিবীতে অস্থিরতা দেখতে পাই। আর, ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ কারণেই পবিত্র কুরআন বলে এবং মহানবী (সা.)-ও বলেছেন যে, আপনাকে প্রথমে সমাজে, নিজ স্থানীয় পর্যায়ে, নিজের ঘরে এবং বৃহত্তর পরিসরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবেই আপনি সমাজে শান্তি দেখতে পাবেন।"

আরেকজন সাংবাদিক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যেখানে তিনি বলেছেন যে, যদি তুমি কোনো অন্যায় দেখো, তবে তা নিজ হাতে সংশোধনের চেষ্টা করো, যদি তা না পারো তবে এর বিরুদ্ধে সদুপদেশ দাও, আর যদি কারো পক্ষে তাও সম্ভব না হয় তবে একে অন্তরে অপছন্দ করো। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার বিষয়ে কী করতে পারে, সে সম্পর্কে সেই সাংবাদিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, নিজ সাধ্য অনুসারে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের সপক্ষে এবং সকল প্রকার অন্যায়ের বিপক্ষে আওয়াজ উত্থাপন করে যাচ্ছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের হাতে দুনিয়াবী ক্ষমতা নেই। আমরা কোন রাষ্ট্র পরিচালনা বা শাসন করছি না। সুতরাং এখানে যতদূর পর্যন্ত 'শক্তি' প্রয়োগের প্রশ্ন, আমাদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। একে অপছন্দ করা বা মুখের কথার দ্বারা বা কিছু বলার মাধ্যমে থামানোর যতোটুকু সম্পর্ক, এটি আমরা সবসময়ই করে চলেছি। আমার গত ঈদের খুতবায়, ফিলিস্তিনিদের

ওপর যে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা পরিচালনা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমি কথা বলেছি। এখানে শক্তির ভারসাম্য নেই। ইসরায়েল বিশ্বের চতুর্থ পরাশক্তি আর ফিলিস্তিনিরা কেবল একটি ক্ষুদ্র, সহায়-সম্বলহীন জনগোষ্ঠী; আর, তাদের পক্ষে সমানভাবে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। তারা কেবল নৃশংসতার শিকার হয়ে চলেছে।"

আরেক প্রশ্নের উত্তরে, হুযূর আকদাস ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সংগ্রামের লক্ষ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মুসলিম বিশ্বে প্রায় ৫৪টি দেশ রয়েছে — যদি তারা একতাবদ্ধ হয় এবং এক সুরে কথা বলে — যদি বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার জন্য তারা সমস্বরে সকলের কাছে দাবি পেশ করে, তবে আপনারা অনেক বড় পরিবর্তন দেখতে পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ নয়। প্রত্যেক মুসলিম নেতার নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা — যারা ইসলামের বিরোধিতা করে থাকে — তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত যে, মুসলমানদের মধ্যে একতা নেই, তাই তারা যা খুশি করতে পারে। আর এ কারণেই, বাস্তব সমাধান এই যে, মুসলিম বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।"

মুসলিম বিশ্ব বাস্তবক্ষেত্রে কীভাবে একতাবদ্ধ হতে পারে, এ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"নিজ জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক স্বার্থ বা ব্যক্তি স্বার্থ দেখার পরিবর্তে, প্রত্যেক (মুসলিম) নেতার মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা এবং চিন্তার চেষ্টা করা উচিত।"

অতঃপর, হুযূর আকদাস বলেন যে, বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষয়টি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, আর এ বিষয়টি সেই যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে, যে যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার কথা।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, এর সমাধান প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁকে গ্রহণ করার মাঝে নিহিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“অতএব, মুসলিম উম্মার একতাবদ্ধ হওয়া উচিত, আর সেই সমাধান অবলম্বন করা উচিত, যা আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন, আর যার সম্পর্কে মহানবী (সা.)-ও অবহিত করে গেছেন যে, যখন যুগ-ইমাম আবির্ভূত হয়, তখন তাকে গ্রহণ করো। আমার দৃষ্টিতে, এটিই একমাত্র সমাধান।”

আরেকজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান প্রজন্মের মানুষের জন্য, ইতিহাসের যে-কোনো পর্যায়ের চেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে অনেক উন্নত এক পৃথিবীতে বাস করা সত্ত্বেও, প্রকৃত শান্তি অর্জন করা এত কঠিন কেন সাব্যস্ত হচ্ছে।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই বস্তুবাদী জগতে, যদিও আমরা প্রযুক্তিগতভাবে অনেক অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু আমাদের লোভও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরো পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে, আর তাই আমরা দেখতে পাই যে ‘অমুক অমুক দেশ আমাদের চেয়েও উন্নততর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তারা আরো উন্নত, তারা আরো ধনী, আর আমরা গরীব।’ আর তাই প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষের মাঝে অস্থিরতার উদয় ঘটিয়েছে এবং এ কারণেই তারা একে অপরের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়ার জন্য প্রয়াসী হচ্ছে।”

ধনী দেশগুলোর দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ হস্তগত করার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“বড় বড় শক্তিগুলো আফ্রিকান দেশগুলো থেকে তাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের নামে লক্ষ কোটি ডলার সংগ্রহ করছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ অর্থ তাদের (আফ্রিকান দেশগুলোর) কল্যাণে ব্যয় হচ্ছে না। যদি সেই সম্পদ যথাযথভাবে আফ্রিকান দেশগুলো বা বিশ্বের গরিব দেশগুলো — সেগুলো এশিয়ায় বা আফ্রিকায় হোক বা বিশ্বের অন্য কোথাও — কল্যাণে ব্যয় করা হতো, তবে আজকে আমরা যেমন দারিদ্র্য দেখে থাকি, তেমনটি আর দেখা যেতো না। সুতরাং যদিও আমরা বলি যে, একদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে, যেখানে উন্নতি আমাদেরকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে, সেখানে তা আমাদের মাঝে শত্রুতাও সৃষ্টি করেছে।”

শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর যে ভূমিকা রাখার কথা ছিল, সে সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তিনি [প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)] দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে একদিকে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একহাতে একত্রিত করার জন্য পাঠিয়েছেন, আর অপরদিকে সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার প্রতি এবং একে অপরের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পাঠিয়েছেন। সুতরাং, এটিই ইমাম মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জীবনের ব্রত, এবং তাঁর জীবনকাল তিনি তাঁর এ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং তাঁর বাণীকে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। আজ আমরা ইমাম মাহদী (আ.)-এর এই বাণী প্রচারের চেষ্টা করে যাচ্ছি, আর মানুষ এটি অনুধাবন করতে শুরু করেছে। যারা এটি অনুধাবন করতে পেরেছেন তারা আমাদের সাথে যোগদানে সচেষ্ট, বরং তারা এগিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগদান করছেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আপনারা বলতে পারেন না যে দুই বা তিন বছরের মধ্যে বা কোন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে পৌঁছাবেন। কিন্তু এটি আমাদের মিশন এবং আমরা এ প্রত্যাশা রাখি যে, একদিন আমরা এ লক্ষ্যে উপনীত হব এবং বিশ্ববাসী স্রষ্টা এবং অপরাপর সৃষ্টির প্রতি তাদের দায়িত্ব অনুধাবন করবে, তখন সেই সময় আসবে যখন আপনারা দেখবেন যে, বিশ্ববাসী শান্তি ও সৌহার্দ্যের মাঝে বাস করছে।"